(ঘ) নাট্যশাস্ত্রে কত ধরনের হাস্যরসের কথা পাওয়া যায়? ভরত এবং অভিনবগুপ্তের মত অনুযায়ী এই প্রকারভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৫

(ঙ) নাট্যশাস্ত্রে করুণ রসের দেবতা ও বর্ণ কী নির্দিষ্ট করা হয়েছে? এর সম্ভাব্য কারণ কী বলে তুমি মনে কর? করুণ বিপ্রলম্ভ এবং করুণ রসের তফাত একটি করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ১+২+২=৫

অথবা

৩. ভরতের রসসূত্রের যে ভাষ্য তৈরি করেছিলেন ভট্ট লোল্লট, শ্রীশঙ্কুক এবং ভট্টনায়ক – সংক্ষেপে তার বিবৃত করো। ১০

৪. আনন্দবর্ধনের বিবেচনায় ধ্বনিকাব্যে বস্তু, অলংকার এবং রসাদি ধ্বনিত হয়। 'রসাদি' বলতে এখানে কী বুঝেছেন ভাষ্যকার অভিনবগুপ্ত? তাঁর অনুসরণে এই 'রসাদি'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ১০

অথবা

৫. বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি – এই নামের মধ্যেই কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধ্বনির এই ধরণটির স্বরূপ তা বুঝিয়ে দাও। বাচ্য ও ব্যঙ্গ অর্থের মধ্যে ক্রমের আদৌ কোনও গুরুত্ব আছে কি? যুক্তিসহ লেখো। ১০

অথবা

৬. ধ্বন্যালোক অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করো। উদাহরসহ রসধ্বনির সংজ্ঞা দাও। ৫+৫=১০

৭. ''ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে। সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকে জাগাইল।'' – ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নয় এই মত কি কারো ছিল? রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ঠিক কী নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো। ১০

অথবা

৮. ''সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে।'' – রবীন্দ্রনাথের এই কথা মাথায় রেখে তাঁর মতে সাহিত্য তবে কী করে – সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধ অবলম্বনে জানাও। ১০

৯. ''শল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে'' -- পাঠ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের পরিচয় দাও।

অথবা

১০. ''মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে'' – 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ১০

—— X ——